International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IX, Special Issue, June 2023, Page No. 38-40
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v9.iSpecial.2023.38-40

স্বাধীনতার পরবর্তী পর্যায়ে ভারতবর্ষের আর্থিক প্রশাসন: সরকারি গনিতক কমিটির প্রাসঙ্গিকতা

সীপন খাঁ
সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, পাঁচমুড়া মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

The success of government or administration depends on the availability of money. Any administration without money can become a failure. Especially in a welfare state like India, due to the lack of abundance of money, people's standards are not being improved and various welfare programs are not being implemented successfully. In a democratic system of governance in India, the administration is accountable to the legislature. That is, the government cannot spend any money without the permission of the legislature. Apart from this, the legislature also monitors whether the government is spending the allocated money properly. And one of the various Economic Committees associated with this regulatory work of the Legislature is the Government Mathematics Committee. The Government Mathematics Committee supervises whether the money allocated by the legislature is being spent by the government in accordance with the correct rules and policies

Keyword: অর্থনৈতিক কমিটি, সরকারি গণিতক কমিটি।

প্রশাসন ও অর্থ হল অবিচ্ছেদ্য বিষয়।কারণ সমস্ত প্রশাসনিক কার্যকলাপ অর্থ ব্যয়ের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকে। অর্থের অভাবে যেকোনো সরকার বা প্রশাসন ব্যর্থতায় পরিণত হয়। আর তার প্রভাব সরাসরি জনগণের উপর এসে পড়ে। কৌটিল্য বলেছেন :"All undertakings depend upon finance . Hence, formost attention shall be paid to the treasury [1]". অর্থাৎ সমস্ত সংস্থা অর্থের ওপর নির্ভরশীল। ভারতবর্ষের প্রশাসন ও তার ব্যতিক্রম নয়।স্বাধীন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ অনুকরণে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। আর এই শাসন ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো আইনসভা বা সংসদের কাছে

শাসন বিভাগ বা সরকারের দায়িত্বশীলতা[2]। তাই প্রশাসনের অর্থনৈতিক কার্যাবলী পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারকে সংসদের কাছে দায়িত্বশীল থাকতে হয়।সাম্প্রতিক কালে ভারতের জনকল্যাণকর সরকারের কার্যকলাপের পরিসর ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়েছে। এই কারণে সরকারের ক্রমবর্ধমান কাজের চাপ কে মোকাবিলা করার জন্য এ ব্যাপারে সরকারকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকার বিশেষজ্ঞ কমিটি সংসদে গঠন করা হয়েছে [3]। কমিটি গুলিতে দক্ষ ও অভিজ্ঞ সাংসদদের নিযুক্ত করা হয় বলে আইন বিষয়ক প্রস্তাব সহ অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়া গুলিকে পরিপূর্ণ ও যথার্থ বিশ্লেষণ করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে।

অর্থনৈতিক কমিটি: ভারতবর্ষের স্থায়ী কমিটিগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো অর্থনৈতিক কমিটি। অর্থনৈতিক কমিটিগুলির মধ্যে রয়েছে, আনুমানিক ব্যয় হিসাব সংক্রান্ত কমিটি, সরকারি গণিতক কমিটি এবং সরকারি উদ্যোগাধীন কমিটি[4]। অর্থনীতি কমিটি গুলি সরকারের আয় ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করে। এই অর্থনৈতিককমিটির মধ্যে অন্যতম হলো সরকারি গণিত কমিটি।

সরকারি গণিতক কমিটি: স্বাধীনতার পরবর্তী পর্যায়ে সরকারি গণিতক কমিটি সরকারি ব্যয় নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমহিসেবে কাজ করে।ব্রিটিশ সরকার কর্তৃ ক ১৯২১ সালে কমিটি গঠিত হলেও স্বাধীনতার পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৫০ সালে এই কমিটি গ্রহণ করা হয়। ভারতীয় সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রথম দু বছর লোকসভার সদস্যদের মধ্যে থেকে ১৫ জন নির্বাচিত সদস্য নিয়ে এই কমিটি গঠন করা হত। পরে ১৯৫৩ সালে এর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করে ২২ জন করা হয়েছে [5]। বর্তমানে লোকসভা থেকে ১৫ জন এবং রাজ্যসভা থেকে ৭ জন সদস্য একক হস্তান্তরযোগ্য সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে নির্বাচিত হয়ে থাকে[6]। লোকসভার স্পিকার একজনকে সভাপতি হিসেবে মনোনীত করেন। প্রথমে শাসক দল কর্তৃক কমিটির সভাপতি মনোনীত হলেও ১৯৬৭ সালের পর থেকে লোকসভার বিরোধী দল নেতাকেএর সভাপতি মনোনীত হয়। তবে কোন মন্ত্রী এই কমিটির সদস্য হতে পারে না। কমিটির কার্যকালের মেয়াদ হলো এক বছর।

কমিটিরকার্যাবলী:-সরকারিগণিতক কমিটি যে সকল কার্যাবলী পরিচালনা করে থাকে সেগুলি হল:-
সরকারি ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষার ক্ষেত্রে এই কমিটি মূলত তিনটি বিষয় দেখে-

১. যে উদ্দেশ্যে এবং যে ক্ষেত্রে সংসদ ব্যয় অনুমোদিত করেছে তা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কিনা
২. যোগ্য কর্তৃপক্ষের দ্বারা ব্যয় সংগঠিত হয়েছে কিনা তা কমিটি পর্যালোচনা করে
৩. যোগ্য কর্তৃপক্ষের রচিত নিয়ম অনুসারে ব্যয় করা হয়েছে কিনা কমিটি তা দেখে।

এছাড়া কমিটি যে সকল ভূমিকা পালন করে সেগুলি হল:-
৪. সরকারিব্যয় পরীক্ষার সময় কোন অ- অনুমোদিত ব্যয় চোখে পড়লে কমিটি তার কারণ ও যুক্তি বিচার করে নিজের সুপারিশ প্রদান করে এবং সেদিকে লোকসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।
৫. ব্যয় এর ক্ষেত্রে কোন যুক্তি সঙ্গত নিয়ম-কানুনের সুপারিশ করা ও কমিটির গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

৬. নিয়ন্ত্রক ও মহাগননা পরীক্ষকের সরকারি হিসাব সংক্রান্ত প্রতিবেদন কমিটিকে তার কার্যাবলী পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়তা করে।

৭. অপচয় ক্ষতি অকারণ ব্যয় প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ব্যয় সংক্ষেপ করা ও কমিটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

৮. তাছাড়া সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে নৈতিক মানের উন্নতি সাধন এবং আর্থিক্ষেত্রে যথাযথ নিয়ম কানুন প্রণয়নও কমিটির অন্যতম কাজ

৯. এছাড়া বিভিন্ন সরকারি সংস্থা স্বয়ং শাসিত এবং আধা স্বয়ং শাসিত সংস্থার আয় ব্যয়ের হিসাব নিকাশ, লাভ -ক্ষতির বিষয় ইত্যাদি এই কমিটি পরীক্ষা করে থাকে।

তবে কোন বিষয়ের জন্য নির্দিষ্ট ব্যয় কে এই কমিটি বাতিল করতে পারেনা।কেবলমাত্র ব্যয়ের ত্রুটি বিচ্যুতির ওপর মন্তব্য করতে পারে। আবার ব্যয় সংক্রান্ত নীতির ওপর কমিটি প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেনা। কমিটির কাজ ব্যয়ের পদ্ধতির মধ্যে সীমাবদ্ধ। এবং কমিটি বিভাগীয় প্রশাসন সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে পারে না। সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও কমিটি যেভাবে স্বাধীনতার পরবর্তী পর্যায়েও তার কার্যাবলী সঠিক ভাবে পরিচালনা করে চলেছে তা বলার অপেক্ষারাখেনা। সরকারি গনিতক কমিটি ভারতবর্ষের বাজেটকে পার্লামেন্টে সুষ্ঠ এবং স্বচ্ছ ভাবে পেশ করতে সহায়তা করে। যার জন্য বর্তমান সময়ে কমিটির গুরুত্ব অপরিসীম।

তথ্যসূত্র:

১. সোম সুভাষচন্দ্র জনপ্রশাসন, ,ক্যালকাটা বুক হাউস, তৃতীয় সংস্করণ ২০০৯,পৃ-৮১৩

২. মহাপাত্র অনাদি কুমার , ভারতের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি,সুহৃদ পাবলিকেশন, একাদশ সংস্করণ 2017 পৃ: ৫১০

৩. সরকার কল্যাণ কুমার , ভারতীয় শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি(প্রথম খন্ড), শ্রী ভূমিপবলিসিং হাউস ২০১৭ পৃ: ১৬৭

৪. LAXMIKANTH M ,India polity , Published by McGraw Hill Education (India) Private Limited ,Seventeenth reprint 2018 , পৃ: 23.1, 23.2

৫. সরকার শিউলি , ভারতীয় প্রশাসন , পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ -2005, পৃ: ১৬৬

৬. Ghosh Peu , India Government and politics, PHI Learning Private Limited- 2018, পৃ :469